মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে সবজির দাম দ্বিগুণ, দিশেহারা ক্রেতারা

সপ্তাহের ব্যবধানে উৎপাদন এলাকায় সবজির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, যা হাতবদল হয়ে খুচরা বাজারে আরও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে হঠাৎ করেই সবজির দামে নাভিশ্বাস অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ভোক্তাদের। বাজারে গিয়ে বাড়তি দামে হতাশ হয়ে পড়ছেন ক্রেতারা।

ভোক্তাদের অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা কোনো অজুহাত পেলেই দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দেন। আর প্রশাসন শুধু নামেমাত্র বাজার মনিটরিংয়ের কথা বললেও এর তেমন কোনো প্রভাব বাজারে পড়ছে না।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি, কৃষকদের কাছ থেকে অধিক দামে সবজি কিনতে হচ্ছে তাদের। তাছাড়া তেল সংকটের কারণে পরিবহন খরচ বেড়েছে। পাশাপাশি হাট ইজারা ও অন্যান্য খরচ বিবেচনা করে তারা দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন।

কৃষকরা বলছেন, সার, বীজসহ সবকিছুর দাম বেড়েছে। বর্তমানে তেল সংকটের কারণে সেচ খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে, তাই দাম বাড়াটা স্বাভাবিক।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কোনো ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার জেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী বাজার ঘুরে দেখা যায়, ৬০ টাকা কেজির পটল বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা, ৪০ টাকার বেগুন ১২০ টাকা, ৪০ টাকার শসা (খিরা) ৮০ টাকা, ৪৫ টাকার গাজর ৭০ টাকা, ৪৫ টাকার ঢেঁড়স ১০০ টাকা, কাঁচা কলা ২৫ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা, ৬৫ টাকার বরবটি ১০০ টাকা, ৫০ টাকার কচুর লতি ৮৫ টাকা, ৬০ টাকার উস্তি ৮০ টাকা, ৩০ টাকার পুঁইশাক ৬০ টাকা, ৩০ টাকার টমেটো ৭০ টাকা এবং ৪০ টাকার ঝিঙে ৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুলা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি

দরে, আলতাপাটি আলু ২৫০ টাকা এবং প্রতি কেজি কাঁঠাল বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা দরে।

সবজি ক্রেতা স্বপন আলী বলেন, “বাজারে এখন কিছুই কেনার মতো অবস্থা নেই। যে বেগুন সপ্তাহখানেক আগে ৩০-৪০ টাকা কেজি ছিল, এখন ১২০ টাকা। পটলও গত হাটে ৩০ টাকায় কিনেছি, আজ ১০০ টাকা।”

আরেক ক্রেতা রাসেল আহমেদ বলেন, “পাম্পে তেল কম পাওয়া যাচ্ছে এই অজুহাতে সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে। ৫০ টাকার নিচে কোনো সবজি নেই। পুঁইশাকও ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমরা গরিব মানুষ, খাবো কী?”

সবজি বিক্রেতা সামসুল হক বলেন, “আমরা আড়তে গিয়ে দেখি সব সবজির দাম বাড়তি। তারা বলছে তেল সংকটের কারণে পরিবহন খরচ বেড়েছে। আমরা যেমন দামে কিনি, তেমন দামে বিক্রি করি।”

আরেক বিক্রেতা নবীর আলী বলেন, “গত হাটে যে পটল ৩৫ টাকায় কিনেছি, আজ পাইকারি কিনতে হচ্ছে ৮৫ টাকায়। বেগুনও আগের ৪০ টাকার জায়গায় এখন ৯০ টাকায় কিনতে হচ্ছে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার আলী বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কেউ যদি সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে এক রাতে সাতটি গরু চুরি, দিশেহারা কৃষক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একই রাতে সংঘবদ্ধ চক্রের হাতে সাতটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল রবিবার গভীর রাতে পৌর এলাকার সলেমাপুর উত্তর পাড়ার কৃষক রমজান আলীর গোয়ালঘর ভেঙে পাঁচটি গরু চুরি করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

একই রাতে উপজেলার কাগমারী গ্রামের কালিতলা পাড়ায় রবিন হালদারের গোয়াল থেকেও দুটি গরু চুরি হয়। চুরি হওয়া সাতটি গরুর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাত লাখ টাকা বলে জানা গেছে।

গরুগুলোই ছিল কৃষক দুই পরিবারের চাষাবাদের প্রধান অবলম্বন। এক রাতেই সব হারিয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, চোরচক্রকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

গাংনী পল্লী বিদ্যুতের জোনাল অফিসের ভূতুড়ে বিলে দিশেহারা গ্রাহক

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের মিটার রিডার ও বিল প্রস্তুতকারী বিলিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে ভূতুড়ে বিলে দিশেহারা গ্রাহকরা। হঠাৎ বিল বেশি এলেও গ্রাহকদের অভিযোগ করার জায়গা নেই।

এতে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা পড়ছেন নানা বিড়ম্বনায়। তবে কর্মকর্তা বলছেন, বিল বেশি হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আবাসিক মিটার ব্যবহারকারীর অভিযোগে জানা গেছে, চলতি বছরের জুন মাসের বিল ১ হাজার ৩৬ টাকা, জুলাই মাসের বিল ১ হাজার ২৭৬ টাকা হলেও বর্তমান আগস্ট মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল এসেছে ৩০ হাজার ৬৮৪ টাকা। যা দৃশ্যত প্রস্তুতকৃত বিলে চরম গরমিল ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভূতুড়ে বিলের এমন ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের গ্রাহক শ্রী মদু দাসের ছেলে শ্রী সন্নাসী দাসের ক্ষেত্রে। যার মিটার নং: ০০১০৩৮৩০। সন্নাসী দাস জানান, আমি একজন দিনমজুর। দীর্ঘদিন যাবৎ গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে

আসছি।

বিগত বছর ও মাসগুলোতে কখনও ভূতুড়ে বিল আসেনি। প্রতি মাসেই গড়ে ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা বিল করা হয়ে থাকে। চলতি আগস্ট মাসে ৩০ হাজার টাকার বেশি বিল দেখে আমি হতবাক। এখন এত টাকা আমি কীভাবে পরিশোধ করব?

তিনি স্থানীয় লোকজনের পরামর্শে গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএমকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন, মিটারের রিডিং অনুযায়ী বিল ঠিক আছে। আপনি একবারে দিতে না পারলে মাসে মাসে দিয়ে পরিশোধ করবেন।

শুধু সন্নাসী দাস নয়, এমন ভূতুড়ে বিলের অভিযোগ অনেকের। বিষয়টি ভোক্তা অধিদপ্তরকে খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী গ্রাহকরা।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ডিজিএম বিজয় কুন্ড জানান, যদি মিটার রিডিংয়ে গরমিল থেকে থাকে, তদন্ত করে বিলের সমন্বয় করা হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, এমন ঘটনায় আমাদের কাছে কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। যদি কোনো গ্রাহক অভিযোগ করেন, তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে পেঁয়াজের দরপতনে দিশেহারা কৃষক

মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার উঠতে শুরু করেছে নতুন পেঁয়াজ। পেঁয়াজের মারাত্মকভাবে দরপতন হওয়ায় চাষিদের মধ্যে বিরাজ করছে হতাশা। গেল এক সপ্তাহ ধরে পেঁয়াজের দাম কমে যাওয়ায় তাদের মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে বলে জানিয়েছেন তারা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রান্তিক ও বর্গা চাষিরা। বাইরে থেকে পেঁয়াজের আমদানি না হলে লোকসানের হাত থেকে রেহায় পাবো।

জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পেঁয়াজের দাম প্রতিকেজি ৪০ টাকা থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। টাকা আর ফুলকপি ও বাধাকপির গেল ১০ দিন আগেও পেঁয়াজের খুচরা বাজারে ৮০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে। সেসময় চাষিরা লাভের মুখ দেখলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে চাষিদের মুখের হাসি বিলিন। বর্গা চাষিরা অনেকেই বড় ধাক্কা খেয়েছে পেঁয়াজের দর পতনে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের হিসেব মতে জেলায় চলতি মৌসুমে ৫ হাজার ৬৬ হেক্টর পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে।
কৃষি বিভাগ উন্নত মানের ফসল আবাদের লক্ষ্যে ১৩ হাজার ৪০০জন চাষীকে পেঁয়াজ চাষের জন্য প্রণোদনা প্রদান করেন। কৃষি অফিসের পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই পেঁয়াজ চাষে আগ্রহী হয়ে পেয়াজ চাষ করেন।

পেয়াজ চাষী গাংনীর সাহারবাটির তহশিন মেম্বর জানান, তিনি গেল মৌসুমে দুই বিা জমিতে পেয়াজ চাষ করেছিলেন। পেয়াজের দাম ভাল পাওয়ায় এবার তিনি চার বিঘা জমিতে পেয়াজ আবাদ করেছেন। এক বিঘা পেয়াজ চাষে খরচ হয় অন্ততঃ৩০ হাজার টাকা থেকে ৩৫ হাজার টাকা। বিঘা প্রতি উৎপাদন হয় ৫০ থেকে ৫৫ মন। চলতি মৌসুমে পেঁয়াজের মারাত্মকভাবে দরপতন হওয়ায় চাষের অর্ধেক খরচ উঠছে না। মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে।

পেঁয়াজ চাষী কালিগাংনীর মহিবুল জানান, এক কেজি পেঁয়াজ বীজ সাড়ে ৪ হাজার টাকায় কিনেছেন। জমি লীজ ও অন্যান্য খরচসহ মোট উৎপাদন ব্যায় দাড়িয়েছে ২৫ হাজার টাকা। এখন উৎপাদিত পেঁয়াজ আড়তে বিক্রি হচ্ছে দুই হাজার টাকা মন। আবার চার কেজি অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে। এতে করে লীজ খরচই উঠছে না। মোটা অংকের টাকা লোকসান হবে তার। তিনি বলেন,বাইরে থেকে পেঁয়াজ না আসলে আমাদের লোকসান হবেনা।

একই কথা জানালেন পেঁয়াজ চাষি ছাতিয়ানের জামিরুল ও আবুল কামাল। তারা বলেন, বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না করলে মেহেরপুরের পেঁয়াজে জেলার চাহিদা পুরুন হবে। সেই সাথে চাষিরা পেঁয়াজের দাম পাবে।
মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, চলীত মৌসুমে চাষিরা ব্যাপকহারে পেঁয়াজের চাষ করেছেন। তবে পেঁয়াজ ও কপির বাজারে দরপতনে অনেক চাষী লোকসানে পড়বেন।

স্থানীয় বাজার ছাড়াও বাইরে বাজার খোঁজ করা হচ্ছে। চাষীরা যাতে লোকসানে না পড়ে সে ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে বাঁধাকপি ও ফুলকপি চাষীরা দিশেহারা

মেহেরপর একটি সবজি খ্যাত জেলা। এ জেলার চাষিরা সারা বছরই বিভিন্ন সবজির আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। জেলার মানুষের অর্থকরী ফসল বিভিন্ন সবজি। এবছরেও ব্যাপক পরিমাণে সবজির চাষ হয়েছে। এখানকার উৎপাদিত সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানি হয়। কিন্তু বর্তমানে সবজির বাজার দর খুবই কম। উৎপাদিত সবজির কাঙ্ক্ষিত দাম না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন জেলার চাষিরা। পরিবহন ও শ্রমিক খরচের টাকাও উঠছেনা সবজি বিক্রি করে।

ক্রেতা কম থাকায় অধিকাংশ সবজিই নষ্ট হচ্ছে জমিতে। এতে ভালো নেই সবজি চাষি ও বিক্রেতারা। চাষিরা বলছেন, বাজারেও দাম নেই,পাইকারি ব্যবসায়ীরাও আসছেনা। জমিতে নস্ট হচ্ছে বাঁধাকপি ও ফুলকপি।

কৃষি বিভাগ বলছেন, একই সাথে মেহেরপুরসহ সারা দেশের শীতকালের সবজি উঠতে শুরু করেছে তাই এমন দরপতন।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে জেলায় এবছর ফুলকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ১২০ হেক্টর, বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ৬০ হেক্টর

এর মধ্যে গাংনী উপজেলায় বিভিন্ন মাঠে ১৬০ হেক্টর ফুলকপি এবং ১৫৫ হেক্টর বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে।

মেহেরপুর জেলার সদর বাজারসহ বেশকটি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাজারে বাঁধাকপি, ফুলকপির ভরা মৌসুম। মাঠে রয়েছে চিচিংগা, করল্লা, টম্যাটো, বেগুন, ঢেঁড়স, আলু, কুমড়া, মিষ্টি কুমড়াসহ পর্যাপ্ত পরিমাণ সবজি । কিন্তু সবজির তুলনায় ক্রেতা কম। এতে অধিকাংশ কাঁচামাল নষ্ট হয়ে লোকসানে রয়েছেন বিক্রেতারা। গাংনী বাজারের কয়েকজন সবজি বিক্রেতা জানান, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত

বেচাকেনা করতে হচ্ছে। বাজারে সবজির দামও কমেছে, ক্রেতার সংখ্যাও কমেছে। এতে সবজি নষ্ট হচ্ছে। লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসসয়ীহ চাষিদের।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের সবজি চাষিরা জানান, একবিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করতে খরচ হয়েতে ২৫ হাজার টাকা। সাথে রয়েছে শ্রমিক ও পরিবহন খরচ।

এখন এক বিঘা জমির ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। এতে ট্রাক ভাড়া ও শ্রমিক খরচের টাকা হচ্ছনা। আগামীতে সবজি চাষ করবেননা বলেই হতাশা ব্যক্ত করেন চাষিরা।

ফুলকপি চাষি সাহারবাটি গ্রামের ইদ্রিস আলী,রুহুল আমীন,জহুরুল ইসলাম,সামিউল আলম জানান,অনেক আশা নিয়ে ফুলকপি ও বাঁধাকপির আবাদ করেছিলাম। ফলনও হয়েছে ভাল। মাঠজুড়ে শুধু কপির জমি দেখা যায়। একেকটি কপির ওজন হয়েছে দেড় থেকে দুই কেজি। এখনও বিক্রি করতে পারিনি। জমিতে অনেক ফুল ফুটে নস্ট হয়ে যাচ্ছে। কোনো উপাই না পেয়ে বাধ্য হয়ে স্থানীয় বাজারে ৪/৫ টাকা পিচ বিক্রি করতে হচ্ছে। ঢাকা, চট্রোগ্রাম, সিলেট ও বরিশালে পাঠিয়েও কোনমতে ট্রাক ভাড়া হচছে। ঘর থেকে শ্রমিক খরচ দিতে হচ্ছে। সার ও কীটনাশকের দোকান থেকে ধার দেনা করে আবাদ করছি। বিক্রির পর দেনা পরিশোধ করবো। কিন্তুু সে আশায় ভাটা পড়েছে। অনেক টাকা দেনা পরিশোধ করতে হলে সমিতি থেকে ঋন করতে হবে।

কাথুলী গ্রামের সোলাইমান হোসেন বলেন,বাঁধাকপি কয়েক সপ্তাহ রাখা গেলেও ফুলকপি বিক্রির উপযোগী হওয়ার সাথে সাথে বিক্রি করতে হয়।তা নাহলে ফুল ফুটে গেলে বিক্রির অনুপযোগী হয়ে পড়ে। আমার এক বিঘা জমির ফুলকপির বিক্রি করতে না পারায় জমিতে নস্ট হচ্ছে।

সদর উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের বাঁধাকপি চাষি পারভেজ বলেন, আমার দুই বিঘা জমির বাঁধাকপি বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় বাজারে ক্রেতা নেই। পরিবহন খরচ না হওয়ায় বাইরের বাজারেও পাঠাতে পারছিনা। অনেক কপি পাখিতে ঠুকরিয়ে নস্ট করছে। সব খরচ ও শ্রম সবই বৃথা।

পাইকারি ব্যবসসয়ী আবুল বাসরা,আঙ্গুর আলী ও জিয়াউল ইসলাম বলেন, আমরা প্রথম প্রথম চাহিদা অনুমান করে প্রতিবিঘা জমির বাঁধাকপি ৬০ হাজার ও ফুলকপি ৭০ হাজার টাকায় কিনে রেখেছি। এখন আর বিক্রি করতে পারছিনা। ঢাকা,সিলেট,চট্রোগ্রাম, বরিশালে পাঠানো হলেও চালান ঘুরছেনা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃঞ্ষ হালদার বলেন, প্রতিবছর এ মৌসুমে মেহেরপুরে ব্যাপক ভাবে বাঁধাকপি ও ফুলকপির আবাদ হয়। হঠাৎ দরপতন হয়েছে। তবে আমরা বিভিন্ন জেলায় যোগাযোগ করছি সবজি বিক্রির জন্য।

পাখিভ্যান হারিয়ে প্রতিবন্ধী জিয়ারুল এখন দিশেহারা

কোনো কাজ করতে পারেননা প্রতিবন্ধী জিয়ারুল ইসলাম (৩২)। অন্যের কাছে ধারদেনা করে ইঞ্জিনচালিত একটি পাখিভ্যান কেনেন তিনি। এই ভ্যান চালিয়েই চার সদস্যের মুখে আহার জোগাতেন তিনি। ছিনতাইকারীর হাতে পাখিভ্যানটি হারিয়ে প্রতিবন্ধী জিয়ারুল ইসলাম এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

প্রতিবন্ধী জিয়ারুল জেলার গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের উত্তরপাড়ার নায়েব আলীর ছেলে। তিনি জানান, ‘গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে ভ্যানটি নিয়ে বাড়ি থেকে গাংনী উপজেলা শহরে যাচ্ছিলাম। হাড়িয়াদহ ও মালশাদহ মাঠে পৌছানো মাত্রই ৫/৭ জনের ছিনতাইকারী দল আমার পাখিভ্যানটি ছিনিয়ে নেয়। পরে চোখ বেঁধে সড়কের পাশেই মাঠের মধ্যে গাছের সাথে বেঁধে রাখে।’

একই সময়ে ওই সড়কে যাত্রী বোঝাই আলী হোসেন নামের অপর ভ্যান চালকের পাখিভ্যান ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায় ওই দলটি। আলী হোসেন ও তার ভ্যানের যাত্রীরা চিৎকার করলে তারা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে রাতেই গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

রাইপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য রাজু আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে আমি ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম পুলিশের একটি টিম নিয়ে ঘটনাস্থল যাই। ইতোমধ্যে ভ্যানটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

এদিকে আজ রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর এ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার

আব্দুল করিম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলামসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এসময় তারা ঘটনাস্থলের পাশেই ইটভাটার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।

দামুড়হুদাতে মোবাইল আসক্ত সন্তান, দিশেহারা অভিভাবকরা

করোনা মহামারির কারণে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিন ধরে চলছে অনলাইনে লেখাপড়া। ওই সুযোগে অভিভাবকের উদাসীনতায় অনলাইনের অবাধ ব্যবহারে উঠতি বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রি ফায়ার বা পাবজি নামক গেম আসক্তিতে।

এসব গেম যুব সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় ধীরে ধীরে তাদের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যয়বহুল এই গেমস হয়ে উঠেছে বই বিমুখ ছাত্রদের অবসর বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু।

এখন অভিভাবকদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ধরনের গেমে আসক্তদের খাওয়া-ঘুম তো নেই-ই বরং তাদের সময় নেই কারোর সঙ্গে গল্প বা কথা বলার। এভাবে দিন দিন বর্তমান যুব সমাজের তরুণ তরণীরা প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে।

এসব খেলার এক একটা চরিত্র কিনতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় তাদের। এই অর্থ তারা কোথা থেকে সংগ্রহ করে তা নিয়েও আতঙ্কিত অনেক অভিভাবক।

ছোট বাচ্চারা বাবা-মার কাছে জেদ ধরে টাকা আদায় করে। না দিলে আত্মহত্যার ঘটনা পর্যন্ত ঘটাচ্ছে হরহামেশাই। মায়ের সঙ্গে অনেকের বাগবিতন্ডার জেরে মারামারি বা অন্য ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, ‘অনেক ছেলে-মেয়েরা অনলাইন ক্লাসের নাম করে নতুন মোবাইল কিনেছে। কিন্তু ক্লাসে তাদের বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। ’

একজন কলেজ শিক্ষক বলেন, এভাবে চলতে দেওয়াটা ভালো ফল বয়ে আনবে

না। দেশ, সমাজ, জাতি অতিদ্রত ধ্বংসের কবলে পড়তে যাচ্ছে। ব্লু- হোয়েলের মতো ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ার আগেই এই খেলা বন্ধ করা দরকার। সরকারের উচিত এই ব্যাপারেটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা।

আরিফুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক বলেন, অনেক সময় পিতামাতা বা অভিভাবকদের উদাসীনতায় এব তাদের প্রতি খেয়াল না রাখায় সন্তানেরা ঝরে পড়ছে।

তিনি বলেন, দামুড়হুদায় ইদানীং নিজেরা একটু ফ্রি থাকার জন্য, সন্তানদের শাষণ-বারণ ভুলে গিয়ে পিতামাতা তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্ট ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি।

রাসেল আহম্মেদ নামের এক শিক্ষক বলেন, বাচ্চারা এখন ফ্রি-ফায়ার, পাবজি’র মত গেইম খেলে। অনেক বাবা-মা তার সন্তানকে নিয়ে সাফাই গেয়ে বলেন, ছেলেটা মোবাইল হাতে না দিলে কিছুই খায়না। তাই বাচ্চারা এখন স্মার্ট ফোনে ফ্রি-ফায়ার অথবা মোটু-পাতলু,কার্টুন নিয়ে ব্যাস্ত। ভার্চুয়াল জগৎ অপ্রাপ্তবয়সের একটা শ্রেণীকে একেবারেই গ্রাস করে ফেলেছে।

ক্রিকেট ফুটবল খেলার মাঠগুলো এখন খা খা করছে। কোন খেলোয়াড় নেই। খেলার মাঠগুলো’র চাইতে বাঁশবাগান, কলাবাগান আর ঝোপঝাড়ের মধ্যো শিশু-কিশোরদের ভিড় বেশি লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে এ যেন মূল্যবোধ এর চরম অবক্ষয় পরিশেষে পিতামাতা,পরিবার,সরকার এবং প্রশাসন এর উচিত এই অবক্ষয়ের দিকে জোর নজরদারী করা এবং সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই বিষয়ে জয়রামপুর গ্রামের আজাদ আলী বলেন, আমার ছেলে রাত দিন ২৪ ঘন্টা মোবাইল গেমস নিয়ে পড়ে থাকে। এজন্য তাকে অনেক মারধর করেছি। তাতে কোনো লাভ হয়নি। কিছু বলতে গেলে বাড়ি থেকে চলে যায়। তিনি আরো বলেন আপনারা সাংবাদিক প্রশাসনের বলে একটু ভয়ভীতি দেখিয়ে ভালো করার ব্যবস্থা করেন।

জয়রামপুর কাঁঠাল তলার অভিভাবক আব্দুল সামাদ বলেন, আমার ছেলে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। বর্তমানে সে আর স্কুলে যায় না। সব সময় মোবাইলে গেমস খেলা নিয়ে পড়ে থাকে। কিছু বললে সে এখন আত্মহত্যার হুমকি দেই। এখন এই ভয়ে আর কিছু বলতে পারিনা।

এই বিষয়ে ডুগডুগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষক আকবর আলি বলেন, আমার কাছে অনেক জন ফ্রি ফায়ার পাবজি গেমস খেলার বিষয়ে

বলেছে। আমি স্কুলে যাওয়ার পথেও আমার স্কুলের ছেলেরা রাস্তার ধারে বসে খেলা করতে দেখেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী আইন শৃঙ্খলা মিটিং এ এই বিষয়ে উপস্থাপনা করবো। এছাড়া আমার বিদ্যালয়ের মা সমাবেশ অনুষ্ঠানেও সকল অভিভাবকদের এই বিষয়ে আলোচনা করবো।

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে ৩ টি গরু চুরি

দুটি গরু হারিয়ে ভ্যান চালক আকছেদ আলী এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অনেক কষ্টে দুটি গরু কিনে প্রায় ১ বছর পালন করে এবারের কুরবানীর ঈদের বাজারে বিক্রি করার কথা তার। গরু দুটি কিনতে বাড়িতে কয়েকজন ব্যাপারিও এসেছিলেন। দামে পড়তা না হওয়ায় স্থানীয় হাটে তোলার কথা ছিল গরু দুটি। তার আগেই চোরের দল ভ্যান চালক আকছেদ আলীর সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলো। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় চোরের দল গোয়াল ঘরের বেড়া কেটে চুরি করে নিয়ে গেছে গরু দুটি। একই সময়ে প্রতিবেশী আব্দুর রশিদেরও একটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে।

আকছেদ আলী জানান, আমি গরীব মানুষ। অনেক কষ্ট করে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গরু দুটি কিনেছিলাম। এবারের কোরবানীর হাটে বিক্রি করার কথা ছিল। কিন্তু গতরাতে চোরের দল গরু দুটি চুরি করে নিয়ে গেছে। একই পাড়ার আব্দুর রশিদেরও একটি গরু চুরি হয়েছে।

গরু তিনটির আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন লাখ টাকা বলে জানান গরুর মালিক আকছেদ আলী ও আব্দুর রশিদ। গরু তিনটি বিভিন্ন স্থানে খোঁজা খুজি করা হচ্ছে বলে জানান গরুর মালিকরা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গরু চুরির বিষয় এখনও কেও জানায়নি। তবে বিষয়টি এখন আমিও খোঁজ খবর নেবো।